গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
PRESS INFORMATION DEPARTMENT. GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

তথ্যবিবরণী নম্বর-১৬৮

মানুষের কল্যাণ-ই আমাদের মূল লক্ষ্য

– তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী

রাজশাহী; ১৪ মাঘ (২৮ জানুয়ারি) :

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ বলেছেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য সারা পৃথিবীতে মুদ্রাস্ফীতি চলছে সেই কারণে বর্তমান বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন আমরা ইভিএমে চাইলেও নির্বাচন কমিশন সব আসনে ইভিএম দিতে পারছে না। তাই নির্বাচন কমিশন যত আসনে ইভিএম দেবে আমরা সেটা মেনে নেব; কারণ মানুষের কল্যাণ-ই আমাদের মূল লক্ষ্য।

আজ বেলা সাড়ে এগারো'টায় রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলন বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ইভিএমে হলে তা দেশের অর্থনীতির জন্য সমীচীন কি না সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। আগামী ২৯ জানুয়ারি রাজশাহীর মাদরাসা মাঠে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনসভা সফল করার লক্ষ্যে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

ড. হাছান মাহ্মুদ বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইভিএম-এ ভোট হয়। ভারতে হয়, যুক্তরাষ্ট্রে হয়। তিনি বলেন, জিয়ার আমলে ভোটের সময় স্লোগান ছিল– 'দশটি হোন্ডা, বিশটি গুন্ডা, নির্বাচন ঠান্ডা'। ইভিএমে ভোট হলে বিএনপির এটা করার সুযোগ নাই। তাই তারা ইভিএমে ভয় পায়।

বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা এ রকম কোনো সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাবে, সেরকমটা না হলে ২০১৩ সালের প্রেক্ষাপট তৈরি হতে পারে কি না সাংবাদিকদের এ ধরনের অপর এক প্রশ্নের জবাবে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, নির্বাচন সরকারের অধীনে হয় না, নির্বাচন হয় নির্বাচন কমিশনের অধীনে। পাকিস্তান ছাড়া পৃথিবীর কোথাও এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা নেই; বিএনপি পাকিস্তানকে অনুকরণ করে তাই তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা বলে।

তিনি বলেন, আমাদের দেশে সেইভাবেই ভোট হবে যেভাবে অস্ট্রেলিয়া, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউকে ও জাপানে হয়। ওই সব দেশে যখন ভোট হয়, তখন যে সরকার ক্ষমতায় থাকে সেই সরকার রুটিন চার্জ করে আর নির্বাচন হয় নির্বাচন কমিশনের অধীনে। আমাদের দেশেও তাই হবে। নির্বাচন নিয়ে বিএনপি শুধু বাহানা করে, আসলে তারা জানে যে, নির্বাচনে তারা জয়লাভ করতে পারবে না।

তিনি বলেন, ২০০৮ সালের নির্বাচন সারা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত একটি নির্বাচন। সেই নির্বাচনে বিএনপি ২৯টি আসন পেয়ে ছিল। পরে উপনির্বাচনের মাধ্যমে আসন সংখ্যা ৩৫-এ দাঁড়ায়। তারা ২০১৪ সালের নির্বাচন বর্জন করে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিল। গণতন্ত্রকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে নির্বাচন বন্ধের চেষ্টা করেছিল ৫০০টি ভোটকেন্দ্র জ্বালিয়ে দিয়েছিল, ভোট কেন্দ্রের সাথে রক্ষিত শিশু-কিশোরদের বই পুড়িয়ে দিয়েছিল, কয়েকজন নির্বাচন কর্মকর্তাকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিল; তারা গণতন্ত্রের পথ রোধ করার চেষ্টা করলেও তাতে তারা সফল হয়নি।

আগামী নির্বাচনে বিএনপির কোনো জয়ের আশা নেই উল্লেখ করে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, ২০১৮ সালে তারা ডান, বাম, অতি বাম সবাই মিলে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের আসন সংখ্যা ছিল ছয়টি। ২০১৮ সালের নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে অনেক উন্নয়ন হয়েছে। সেই জন্য তারা জানে নির্বাচনে গেলে জনগণ

টেলিফোন : সংবাদকক্ষ : ঢাকা - ৯৫১২২৪৬, ৯৫১৪৯৮৮; চট্টগ্রাম - ০৩১-২৫২১৩৬১; খুলনা - ০৪১-৭২০৭৪৯; রাজশাহী -০৭২১-৭৭২৩৩৯
ফ্যাক্স : ঢাকা-৯৫৪০৯৪২, ৯৫৪০০২৬, ৯৫৪০৫৫৩; চট্টগ্রাম - ৭১০১০২; খুলনা - ৭২০৮৫৩; রাজশাহী - ৭৭২৩৩৯
ই-মেইল : piddhaka@gmail.com, piddhaka@yahoo.com; ওয়েবসাইট : www.pressinform.gov.bd

ভোট দেবে না, তাই তারা বিভিন্ন বাহানা করছে। নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা– বিএনপির অবস্থাও হচ্ছে তাই। আমাদের দেশের সংবিধান অনুযায়ী এবারের নির্বাচন হবে। নির্বাচনকালীন সময়ে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় থাকবে।

সব দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করুক– এই আশা প্রকাশ করে ড. হাছান মাহ্মুদ বলেন, বিএনপি পূর্ণ শক্তি নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুক আমরা তা চাই। তারা প্রয়োজনে সর্বদলীয় জোট করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুক। আমরা খেলে জিততে চাই। যেভাবে আমরা জিতেছি ২০০৮ সালে এবং ২০১৮ সালে।

বিএনপি-জামাতের ২০১৪ সালের কর্মকান্ড প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তখন তারা যেটা করেছিল তার সুযোগ বাংলাদেশে এখন নেই। সেই সময় আমরা জনগণকে সাথে নিয়ে মোকাবিলা করেছি। এবারও যদি তারা সেরকম কিছু করার অপচেষ্টা চালায় তাহলে জনগণকে সাথে নিয়েই প্রতিহত করা হবে।

.....
তৌহিদ/সিকান্দার/বুলবুল/রোকন/হালিম/২০২২/১৩.১৫ঘ.